দৈনিক
ইত্তেফাক

17

তারিখ 25 DEC 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

ডিগ্রী পরীক্ষা

প্রশ্নপত্র ফাঁসের রহস্য এখনো উদঘাটিত হয় নাই

রেজানুর রহমান : প্রায় প্রতি বছরই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটিতেছে। কিন্তু সাক্ষী প্রমাণের অভাবে এই অপরাধের কোন বিচার হইতেছে না। সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১৫ দিনের মধ্যে কমিটিকে রিপোর্ট প্রদানের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল। নির্ধারিত সময় পার হইয়া গিয়াছে।

(২য় পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

ডিগ্রী পরীক্ষার

(১ম পৃঃ পর)

কিন্তু সাক্ষী প্রমাণের অভাবে কমিটির কাজের কোন অগ্রগতি হয় নাই। জিজ্ঞাসাবাদ চলিতেছে। কিন্তু এই ব্যাপারে কেহই মুখ খুলিতেছেন না। ফলে ডিগ্রী পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের রহস্য আদৌ উদঘাটিত হইবে কিনা এই ব্যাপারে সংশয় দেখা দিয়াছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৬ সালের ডিগ্রী পরীক্ষা চলিতেছে। ৪ঠা ডিসেম্বর হিসাব বিজ্ঞান প্রথম-পত্রের প্রশ্ন ফাঁস হইয়া যাওয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন। পরবর্তীতে হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রের প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। পরীক্ষার হলে সরবরাহকৃত হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নের সহিত পূর্বে ফাঁস হইয়া যাওয়া প্রশ্ন পত্রের হুবহু মিল ছিল। তদন্ত কমিটিকে বিষয়টি গুরুত্বের সহিত তলাইয়া দেখার পরামর্শ দেওয়া হইলে কমিটি আন্তরিকতার সহিত কাজ শুরু করে। কিন্তু যাহাকেই এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইতেছে তিনিই বলিতেছেন কিছুই জানি না। পাছে কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির হইয়া যায় এই আশঙ্কায় কেহই মুখ খুলিতেছেন না। ফলে প্রশ্ন ফাঁস রহস্যের কুল-কিনারা পাওয়া যাইতেছে না।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি বছর একটি পরীক্ষা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি সিনিয়র শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করেন। এই প্রশ্নপত্র অত্যন্ত গোপনীয়তার সহিত চূড়ান্ত করিয়া বিজি প্রেসে ছাপানোর জন্য দেওয়া হয়। পরীক্ষার আগে প্রেস হইতে প্রশ্নপত্রের সীলগালা করা প্যাকেট বিভিন্ন জেলা প্রশাসকের ঠিকানায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, সারাদেশে ৪৭৭টি কেন্দ্রে ডিগ্রী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইতেছে। কমপক্ষে ৪ শতটি কেন্দ্রে হিসাববিজ্ঞান পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হইয়া থাকিলেও কোন কেন্দ্রে এই ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা মুশকিল হইয়া পড়িয়াছে। উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়া গেলে এই ব্যাপারে হয়তো কোন পদক্ষেপ নেওয়া যাইবে না।

১৯৯৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ তোলা হইলে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়া পরীক্ষা বাতিল করিয়া দেয়। ইহার জন্য কর্তৃপক্ষের কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পুনরায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু শুধুমাত্র সাক্ষী-প্রমাণের অভাবে এই ঘটনার কোন রহস্য উদঘাটিত হয় নাই।

একটি সূত্রের মতে, বোর্ডের সার্টিফিকেট জাল করার মত প্রশ্নপত্র ফাঁস করার একটি চক্র গড়িয়া উঠিয়াছে। সারাদেশে ইহার নেটওয়ার্ক থাকিলেও কেহই এই ব্যাপারে মুখ খুলিতেছেন না। ফলে দিনে দিনে চক্রটি সাহসী হইয়া উঠিতেছে।